দৈনিক বাংলা

তারিখ ৮।১।৮০
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

048

২৬১টি খাল খননের কাজ সমাপ্ত

দেশব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচীর বর্তমান পর্যায়ে এ পর্যন্ত ২৬১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরও ৫৪৩টি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ সূত্র বাসসকে গতকাল জানিয়েছে যে এই বিপ্লবী কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ৯৭৩টি অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে ৫৮৪টি খনন ও পুনর্খনন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

এর মধ্যে ৮৫৪টি প্রকল্পে মোট ২,৮১৫ মাইল খাল খনন ও পুনর্খনন করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১৫ লাখ ৫০ হাজার একর জমিতে সারা বছর ধরে সেচ কাজ পরিচালনা করা যাবে এবং তার ফলে এই জমিতে বছরে তিনটি ফসল ফলান সম্ভব হবে।

২৬১টি খাল খননের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ইতিমধ্যেই চার লাখ ৩০ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এসেছে। চালু ৫৪৩টি প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বাকী ১১ লাখ ২০ হাজার একর জমিতেও শুকনো মওসুমে সেচ সম্ভব হবে।

৮৫৪টি প্রকল্পে মোট ২৫০ কোটি ঘনফুট মাটি খুঁড়তে হবে। বাস্তবায়িত ২৬১টি প্রকল্পে মোট ১৪০ কোটি ঘনফুট মাটি খোড়া হয়েছে।

ঢাকা বিভাগে ৯৬টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৪টি, রাজশাহী বিভাগে ৩২টি এবং খুলনা বিভাগে ৭৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

গত বছরের ১লা নবেম্বর থেকে দেশব্যাপী দ্বিতীয় পর্যায়ে এই খাল খনন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে এবং আগামী মে মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রথম পর্যায়ের এই খালখনন কর্মসূচীর অধীনে ১৯৬টি প্রকল্পে

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

কাজ সমাপ্ত

(১ম পৃঃ পর)

মোট ৬৭৫ মাইল খাল খনন ও পুনঃখনন করা হয়। এরফলে ৫ লাখ ৫২ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আসে।

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে শুকনো মওসুমে সেচের সুবিধার জন্য ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বেচ্ছাশ্রমে দেশব্যাপী খালখনন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

প্রাথমিকভাবে এই খালখননের লক্ষ্য ছিল সেচ ও পানির পরিসঞ্চালন। কিন্তু এর ফলে খালের তীরে ফলের গাছ লাগান, মাছের চাষ ও হাঁস পোষা সম্ভব হচ্ছে। এবং খালের তীর দিয়ে কাঁচা রাস্তাও তৈরি হয়েছে।

খালখননের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও স্বনির্ভর গ্রাম-সরকারের হাতে এর বেশির ভাগ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।